

Teacher's Content

☑ সমাস

☑ দ্বিরুক্ত শব্দ

☑ বাক্য সংকোচন

Content Discussion

সমাস

প্রাথমিক আলোচনা

- ✓ সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ।
- ✓ সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।
- ✓ সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় উত্তরপদ বা পরপদ।
- ✓ সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।

সমাসের প্রকারভেদ

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার:

- দ্বন্দ্ব, ➤ কর্মধারয়, ➤ তৎপুরুষ,
- বহুব্রীহি, ➤ দ্বিগু ➤ অব্যয়ীভাব সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর- এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন- মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জিন-পরী, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
 ২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
 ৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে: আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
 ৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে: হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ ইত্যাদি।
 ৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে: সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
 ৬. সমার্থক শব্দযোগে: হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
 ৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে: কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
 ৮. দুটো সর্বনাম যোগে বা শব্দযোগে: যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
 ৯. দুটো ক্রিয়াযোগে: দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি।
 ১০. দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে: ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
 ১১. দুটো বিশেষণযোগে: ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।
- ✓ অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।
 - ✓ বহুপদী দ্বন্দ্ব: তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

- ✓ একশেষ দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদে মাত্র একটি পদ অবশিষ্ট থাকে এবং বিদ্যমান একপদে ব্যাসবাক্যের উভয়পদে অর্থ প্রাদান্য পায় তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: আমরা, তোমরা, ধোঁয়াশা, কুশীলব, সত্যাসত্য, কথোপকথন ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য
দম্পতি	জায়া ও পতি	জমা-খরচ	জমা ও খরচ
হাট বাজার	হাট ও বাজার	ঘর-দুয়ার	ঘর ও দুয়ার
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	কোলে-পিঠে	কোলে ও পিঠে
অহি-নকুল	অহি ও নকুল	ইত্যাদি	ইতি ও আদি
ছেলে-মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	ভাই-বোন	ভাই ও বোন
বাঘে-মহিষে	বাঘে ও মহিষে	আয়-ব্যয়	আয় ও ব্যয়

কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যা কাঁচা তা-ই মিঠা=কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার:

- মধ্যপদলোপী কর্মধারয়,
- উপমান কর্মধারয়,
- উপমিত কর্মধারয়
- রূপক কর্মধারয় সমাস।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যথা - সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ।

উপমান কর্মধারয়

উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন- ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণ হল সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- তুষারের ন্যায় গুড় = তুষারগুড়, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

উপমিত কর্মধারয়

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়)। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে

বসে। যেমন মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ।

রূপক কর্মধারয়

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন- ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গের আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন- অব্যয়: কুকর্ম, যথাযোগ্য। সর্বনাম: সেকাল, একাল। সংখ্যাবাচক শব্দ: একজন, দোতলা। উপসর্গ: বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর।

কর্মধারয় সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য
পুরুষ সিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়
মহাকীর্তি	মহতী যে কীর্তি	কাপুরুষ	কু যে পুরুষ
সুখসাগর	সুখ রূপ সাগর	কচুকাটা	কচুর মত কাটা
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রক্তনেত্র	রক্ত বর্ণের যে নেত্র
সংবাদপত্র	সংবাদ বহনকারী পত্র	বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক
বালমুড়ি	বাল মিশ্রিত মুড়ি	চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ
হলুদবাটা	বাটা যে হলুদ	ঘনশ্যাম	ঘনের ন্যায় শ্যাম
বাণিজ্যবিদ্যা	বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যা	মিঠে কড়া	যা মিঠে তাই কড়া
জীবন প্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	শান্তশিষ্ট	যিনি শান্ত তিনি শিষ্ট
বিদ্যাধন	বিদ্যা রূপ ধন	শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	রাণাঘর	রাণা করার ঘর
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	গাড়িবারান্দা	গাড়ি রাখার বারান্দা
মহারাজ	মহান যে রাজা	মহানদী	মহতী যে নদী
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি
সোনাযুখ	সোনার মত মুখ	কাঁচাকলা	কাঁচা যে কলা
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	চালাক-চতুর	যে চালাক সে চতুর
সুন্দরলতা	সুন্দরী যে লতা	জজসাহেব	যিনি জজ তিনি সাহেব
রক্তলাল	রক্তের ন্যায় লাল	নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়
অধরপল্লব	অধর পল্লবের ন্যায়	তুষারগুড়	তুষারের ন্যায় গুড়
মহানবি	মহান যে নবি	শোকানল	শোক রূপ অনল
জ্যোৎস্নারা ত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত		

তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন- বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার :

- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
- তৃতীয়া তৎপুরুষ
- চতুর্থী তৎপুরুষ
- পঞ্চমী তৎপুরুষ
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ
- সপ্তমী তৎপুরুষ
- নঞ তৎপুরুষ
- উপপদ তৎপুরুষ
- অলুক তৎপুরুষ

নঞ তৎপুরুষ সমাস

না-বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ- অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি। খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন - ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্রূপ - আধোয়া, নামঞ্জুর, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা:

অভাব-ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস। ভিন্নতা-ন লৌকিক = অলৌকিক।
অল্লতা-ন কেশা = অকেশা। বিরোধ-ন সুর = অসুর।
অপ্রশস্ত-ন কাল = অকাল। মন্দ-ন ঘাট = অঘাট।
এরূপ-অমানুষ, অসঙ্গত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন- জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ। এরূপ - গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, হারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানী, ছা-পোষা ইত্যাদি।

অলুক তৎপুরুষ সমাস

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন - গায়ে পড়া = পায়ে পড়া। এরূপ - ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: গায়ে-হলুদ, হাতে-খড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং, এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

তৎপুরুষ সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাস বাক্য
ছাইচাপা	ছাই দিয়ে চাপা	পুষ্পঞ্জলি	পুষ্প দ্বারা অঞ্জলি
রঙ্গভরা	রঙ্গ দ্বারা ভরা	কর্ণকুহর	কর্ণের কুহর
চিনিপাতা	চিনি দ্বারা পাতা	বাগবিত্তা	বাক দ্বারা বিত্তা
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	জলমগ্ন	জল দ্বারা মগ্ন
বিপদাপন্ন	বিপদকে আপন্ন	পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা
অনৈক্য	ন ঐক্য	সত্যবাদী	সত্য বাদী যে
মন্ত্রমুগ্ধ	মন্ত্র দ্বারা মুগ্ধ	মুখদ্রষ্ট	মুখ হইতে দ্রষ্ট
ঘোড়ার ডিম	ঘোড়ার ডিম	মনগড়া	মন দ্বারা গড়া
বিয়ে পাগলা	বিয়ের নিমিত্তে পাগলা	প্রাণভয়	প্রাণের ভয়
ধামাধরা	ধামা ধরে যে	মানবহৃদয়	মানবের হৃদয়
বাগদত্তা	বাক দ্বারা দত্তা	পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ
অস্থির	ন স্থির	মৃগশিশু	মৃগীর শিশু
অনাশ্রিত	ন আশ্রিত	ছাগদুগ্ধ	ছাগীর দুগ্ধ
বিদ্যাহীন	বিদ্যা দ্বারা হীন	কলুর বলদ	কলুর বলদ
রাজপিতা	রাজার পিতা	মেঘাচ্ছন্ন	মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন
মালগাড়ি	মালের গাড়ি	পাপমুক্ত	পাপ হইতে মুক্ত
ন্যায় সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	শিশির সিক্ত	শিশির দ্বারা সিক্ত
স্বর্নমণ্ডিত	স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত	গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি
ভ্রাতৃপুত্র	ভ্রাতার পুত্র	পাচাটা	পা চাটে যে
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ডাকমাণ্ডল	ডাকের নিমিত্তে মাণ্ডল
জলদ	জল দান করে যে		

দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন - তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা। এ রূপ - অষ্টধাতু, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি। দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে আ-কারান্তে বা ই-কারান্ত হয়। যেমন - শত অন্দের সমাহার = শতাব্দী, পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী, ত্রি পদের সমাহার = ত্রিপদী, ত্রি ফলের সমাহার = ত্রিফলা ইত্যাদি। কিন্তু, পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ (নদী নয়)।

দ্বিগু সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাস বাক্য
পঞ্চবটি	পঞ্চ বটের সমাহার	দিনকতক	দিন কতকের সমাহার
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	শতাব্দী	শত অন্দের সমাহার

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা -

বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে ‘বহু’ কিংবা ‘ব্রীহি’ কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার:

- সমানাধিকরণ
- ব্যতিকরণ
- মধ্যপদলোপী
- অলুক
- ব্যাধিকরণ
- নঞ
- প্রত্যয়ান্ত
- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

সমনাধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ বিশেষ্য ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- হত হয়েছে শ্রী যা = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এ রকম : হতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষ্য না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব। পরপদ কৃদন্ত বিশেষ্য হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে- ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

ব্যতিকরণ বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিকরণ বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উত্তরপদে ‘ই’ যুক্ত হয়। যথা - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনভাবে - চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

নঞ বহুব্রীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষ্য হয়। যেমন: ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম-নাহক, নিরুপায়, নির্বাণ্ণাট, অবুঝ, অকেজো, বে-পরোয়া, বেহুঁশ, অনন্ত, বেতার ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে।

যেমন- বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনভাবে- গায়ে হলুদ, মেনিমুখো, বিড়ালান্ধী ইত্যাদি।

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যথা- এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচে (খরচ+এ)। এ রকম - দোটানা, একগুঁয়ে, একেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, ঊনপাঁজুরে ইত্যাদি।

অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা- মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা (লোকটি)। এ রূপ- হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়-ছাঁতা, মুখে-ভাত, কানে-খাটো ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যথা- দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা। এ রূপ- চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি। কিন্তু, সে (তিন) তার যে যন্ত্রের যার = সেতার (বিশেষ্য)।

নিপাতনে সিদ্ধ কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি

দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাস বাক্য
উদ্বাহ	উদগত বাহু যার	পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	অনসূয়া	নেই অসূয়া যার
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	কথাসর্বস্ব	কথা সর্বস্ব যার
রক্তরক্তি	পরস্পরের রক্তপাত	আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
হাতে খড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	হ্রতসর্বস্ব	হ্রত হয়েছে সর্বস্ব যার
ত্রিভুজ	ত্রি ভুজ যার	কানাকানি	কানে কানে কথা যার

লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই	একরোখা	এক রোখা যে
বেওয়ারিশ	নাই ওয়ারিশ যার	দামোদর	দামো উদরে যার

অধ্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন: জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাছ), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর () মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ): কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কুলের সমীপে = উপকূল।
২. বিপ্সা (অনু, প্রতি): দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতি ক্ষণে, ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ।
৩. অভাব (নিঃ = নির): আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব = নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
৪. পর্যন্ত (আ): সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
৫. সাদৃশ্য (উপ): শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।
৬. অনতিক্রম্যতা (যথা): রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ- যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
৭. অতিক্রান্ত (উৎ): বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।
৮. বিরোধ (প্রতি): বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
৯. পশ্চাৎ (অনু): পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।
১০. ঈষৎ (আ): ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ): উপগ্রহ, উপনদী।
১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে: পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। (পরি বা সম)
১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর): অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ।
এ রূপ - প্রপিতামহ।
১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি): প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।
১৫. প্রতিদ্বন্দী অর্থে (প্রতি): প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এ সব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এ জন্য এ গুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

অধ্যয়ীভাব সমাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

সমস্ত পদ	সমস্ত পদ	সমস্ত পদ	সমস্ত পদ
হররোজ	উপশহর	অতিমাত্র	উদ্বেল
প্রতিকূল	উপকণ্ঠ	আগাপাশতলা	যাবজ্জীবন
হা-ভাত	দুর্ভিক্ষ	উপজেলা	আলুনি

আশৈশব	উপকথা	যথারীতি	অনুক্ষণ
অন্যদিন	উচ্ছৃঙ্খল		

প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ- পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। তদর্থ বাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এ গুলোর অর্থ বিশদ করতে হয় যেমন- অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিশাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি, আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

দ্বিরুক্ত শব্দ

সংজ্ঞা: দ্বিরুক্ত অর্থ দু'বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষার কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, এক বার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দু'বার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দু'বার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন- 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।

দ্বিরুক্ত শব্দ নানা রকম হতে পারে:

- (১) শব্দের দ্বিরুক্তি
- (২) পদের দ্বিরুক্তি ও
- (৩) অনুকার দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ দু'বার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দু'টি অবিকৃত থাকে।
যথা- ভাল ভাল ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।
২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা- ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন-পালন, বলা-কওয়া, খোঁজ-খবর ইত্যাদি।
৩. দ্বিরুক্ত শব্দ-জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়।
যেমন- মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম ইত্যাদি।

৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, টাকা-পয়সা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

পদের দ্বিরুক্তি

১. দুটো পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটো ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।
২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ-বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন-চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

০১. আধিক্য বোঝাতে: রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান;
০২. সামান্য বোঝাতে: আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
০৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে:
তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।
০৪. ক্রিয়া বিশেষণ: ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
০৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে: তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
০৬. আত্মহ বোঝাতে: ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল আম নিয়ে এসো।
ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে: গরম গরম জিলাপী, নরম নরম হাত।
৩. সমান্যতা বোঝাতে: উড়ু উড়ু ভাব; কাল কাল চেহারা।

সর্বনাম শব্দ

- বহু বচন বা আধিক্য বোঝাতে:
সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে:
এ দিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে:
দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এল।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ:
দেখে দেখে যেও।
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে:
ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে:
তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল।

ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে:
বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে:
ভয়ে গা ছম ছম করছে।
ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে:
পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা :
ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে:
চুপচাপ, মিটমিট, জারিজুরি।
২. মানুষের ধ্বনির অনুলিপি:
ভেউ ভেউ- মানুষের উচ্চ স্বরে কান্নার ধ্বনি এ রূপ-ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
৩. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে:
মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৪. দ্বিতীয় বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে :
ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।
৫. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে :
চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।
৬. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে :
ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
৭. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে :
ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তিয়ুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলা হয়। এগুলো দুরকমে গঠিত হয়। যেমন-

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুবার ব্যবহার।
যথা-ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।
২. যুগ্ম রীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার।
যথা-হাতে-নাতে, আকাশে-বাতাসে, কাপড়-চোপড়, দলে-বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো।

(সতর্কতা)

ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা।

(ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)
লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছু স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধন্যাত্মক শব্দের দু'বার প্রয়োগের নাম ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন-

২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার :

ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি)। এ রূপ- মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক),
কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার :

ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এ রূপ- মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ),
বাম বাম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।

৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার :

ঝিকিমিকি (উজ্জ্বল্য)। এ রূপ- ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট
(শরীরে কামড় লাগার মত অনুভূতি)। অনুরূপভাবে-মিন মিন, পিট
পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন

১. একই (ধন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ :

ধব ধব, বান বান, পট পট।

২. প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে :

গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।

৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে :

ধরাধরি, বামবামি, বানবানি।

৪. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধন্যাত্মক শব্দ :

কিচির মিচির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের
শব্দ), হাপুস হপুস (গোত্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।

৫. আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্তি গঠিত হয়:

পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়।
তোমার বকবকানি আর ভাল লাগে না।

বিভিন্ন পদ রূপে ধন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ্য : 'বৃষ্টির বামবামি আমাদের অস্থির করে তোলে।'
২. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'
৩. ক্রিয়া : 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।'

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

জেনে রাখা ভালো

বাক্য সংকোচন

প্রাথমিক আলোচনা

একাধিক পদ বা বাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংকোচন বলে।

বাক্য সংকোচনের ফলে ভাষা সুন্দর, সংক্ষিপ্ত, স্নিগ্ধ, শ্রুতিমধুর হয়।
এটি পরিভাষা গঠনেও সাহায্য করে। আর এ কারণেই ভাষায় বাক্য
সংকোচনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যয়যোগে, সমাসের সাহায্যে কিংবা
অন্য কোনো আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সংকোচন করা যায়।

অক্ষি বা চক্ষু সংকান্ত বাক্য সংকোচন

❖ অক্ষির অভিমুখে	= প্রত্যক্ষ
❖ অক্ষির অগোচরে	= পরোক্ষ
❖ অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)	= কামাক্ষী
❖ অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম	= অক্ষিপশ্ম
❖ অক্ষির সমীপে	= সমক্ষ
❖ চোখের কোণ	= অপাঙ্গ
❖ চোখে চোখে রাখা হয়েছে যাকে	= নজরবন্দী
❖ চোখে দেখা যায় এমন	= চক্ষুগোচর
❖ চক্ষুলজ্জা নাই যাহার	= চশমখোর
❖ চক্ষু দ্বারা গৃহীত যা	= চাক্ষুষ
❖ চোখের নিমেষ না ফেলিয়া	= অনিমেষ
❖ চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	= চাক্ষুষ
❖ পত্রের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	= পুণ্ডরীকাক্ষ

বিভিন্ন রকম জয়ন্তী

❖ পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= রজত জয়ন্তী
❖ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= সুবর্ণ জয়ন্তী
❖ ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= হীরক জয়ন্তী

❖ একশত পঞ্চাশ বছর = সার্বশতবর্ষ

বিভিন্ন রকম ইচ্ছা

❖ অনুকরণ করার ইচ্ছা	= অনুচিকীর্ষা
❖ অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	= অনুসন্ধিৎসা
❖ অপকার করার ইচ্ছা	= অপচিকীর্ষা
❖ উদক (জল) পানের ইচ্ছা	= উদন্য
❖ করার ইচ্ছা	= চিকীর্ষ
❖ ক্ষমা করার ইচ্ছা	= চিক্ষমিষা
❖ খাইবার ইচ্ছা	= ক্ষুধা
❖ গমন করার ইচ্ছা	= জিগমিষা
❖ জয় করার ইচ্ছা	= জিগীষা
❖ জানবার ইচ্ছা	= জিজ্ঞাসা
❖ ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা	= তিতীর্ষা
❖ দান করার ইচ্ছা	= দিৎসা
❖ দেখবার ইচ্ছা	= দিদৃক্ষা
❖ নিন্দা করার ইচ্ছা	= জুগুন্সা
❖ নির্মাণ করার ইচ্ছা	= নির্মিৎসা
❖ প্রতিকার করার ইচ্ছা	= প্রতিচিকীর্ষা
❖ প্রবেশ করার ইচ্ছা	= বিবক্ষা
❖ প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	= প্রতিবিধিৎসা
❖ পান করার ইচ্ছা	= পিপাসা
❖ প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	= প্রিয়চিকীর্ষা
❖ বমন করার ইচ্ছা	= বিবমিষা
❖ বাস করার ইচ্ছা	= বিবৎসা
❖ বিজয় লাভের ইচ্ছা	= বিজিগীষা
❖ বেঁচে থাকার ইচ্ছা	= জিজীবিষা
❖ ভোজন করার ইচ্ছা	= বুভুক্ষা
❖ মুক্তি পেতে ইচ্ছা	= মুমুক্ষা
❖ যে রূপ ইচ্ছা	= যদৃচ্ছা
❖ রমণের ইচ্ছা	= রিরংসা
❖ লাভ করার ইচ্ছা	= লিঙ্গা
❖ সৃষ্টি করার ইচ্ছা	= সিসৃক্ষা
❖ সেবা করার ইচ্ছা	= শুশ্রূষা
❖ হিত করার ইচ্ছা	= হিতৈষা
❖ হনন করার ইচ্ছা	= জিঘাংসা

বিভিন্ন রকম ডাক

❖ অশ্বের ডাক	= হ্বেষা
❖ কোকিলের ডাক	= কুহু
❖ কুকুরের ডাক	= বুন্ধন
❖ পেঁচা বা উলূকের ডাক	= ঘৃৎকার

❖ বাঘের ডাক	= গর্জন
❖ ময়ূরের ডাক	= কেকা
❖ মোরগের ডাক	= শনুনিনাদ
❖ রাজহাঁস (পক্ষির) কর্কশ ডাক	= ক্রেক্কার
❖ হাতির ডাক	= বৃংহণ বা বৃংহতি
❖ বিহঙ্গের (পাখির) ডাক/ধ্বনি	= কৃজন/কাকলি।

বিভিন্ন রকম ধ্বনি

❖ অলঙ্কারের ধ্বনি	= শিঞ্জন
❖ আনন্দের আতিশয্যে সৃষ্ট কোলাহল	= হরুরা
❖ আনন্দজনক ধ্বনি	= নন্দিঘোষ
❖ গম্ভীর ধ্বনি	= মন্দ্র
❖ ঝন্ঝন শব্দ	= বানৎকার
❖ ধনুকের ধ্বনি	= টঙ্কার
❖ নৃপুরের ধ্বনি	= নিকুণ
❖ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	= বাৎকার
❖ বিহঙ্গের ধ্বনি	= কাকলি
❖ বীরের গর্জন	= হৃঙ্কার
❖ ভ্রমরের শব্দ	= গুঞ্জন
❖ শুকনো পাতার শব্দ	= মর্মর
❖ সমুদ্রের ঢেউ	= উর্মি
❖ সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	= কল্লোল
❖ সেতারের বাৎকার	= কিঙ্কিন

বিভিন্ন রকম চামড়া বা খোলস

❖ বাঘের চর্ম	= কৃতি
❖ সাপের খোলস	= নির্মোক বা কধুগু
❖ হরিণের চর্ম	= অজিন
❖ হরিণের চর্মের আসন	= অজিনাসন

বিভিন্ন রকম শাবক বা বাচ্চা

❖ হাতির শাবক (বাচ্চা)	= করভ
❖ ব্যাঙের ছানা	= ব্যাঙাচি

নারী বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

❖ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয়	= অগ্রৈদিধিষু
❖ উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য	= যৌবত
❖ কুমারীর পুত্র	= কানীন
❖ নারীর কটিভূষণ	= রশনা
❖ নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ	= মেখলা
❖ নারীর লীলাময়ী নৃত্য	= লাস্য

❖ যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী	= অঘটনঘটনপটীয়সী
❖ যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা	= মহাশ্বেতা
❖ যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা	= পরভূতা বা পরভৃতিকা
❖ যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই	= অনসূয়া
❖ যে নারী আনন্দ দান করে	= বিনোদিনী
❖ যে নারী একবার সন্তান প্রসব করেছে	= কাকবক্ষ্যা
❖ যে নারী কলহপ্রিয়	= খাণ্ডানী
❖ যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবন্ধা	= চিত্রপিতা
❖ যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী	= চিরগৃহা
❖ যে নারী দুটি মাত্র পুত্র	= দ্বিপত্রিকা
❖ যে নারী (বা গাভী) দুগ্ধবতী	= পয়স্বিনী
❖ যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না	= অঙ্গনা
❖ যে নারীর নখ শূর্ণের (কুলা) মত	= শূর্ণগথা
❖ যে নারীর পঞ্চ স্বামী	= পঞ্চভর্তৃকা
❖ যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল	= অন্যপূর্বা
❖ যে নারী প্রিয় বাক্য বলে	= প্রিয়বদা
❖ যে নারী বার (সমূহ) গামিনী	= বারঙ্গনা
❖ যে নারীর বিয়ের হয়েছে	= উড়া
❖ যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয়নি	= কুমারী
❖ যে নারীর বিয়ে হয় না	= অনূঢ়া (আইবুড়ো অর্থে)
❖ যে নারী বীর	= বীরঙ্গনা
❖ যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে	= বীরপ্রসূ
❖ যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা	= বালপত্রিকা
❖ যে নারীর সন্তান হয় না	= বক্ষ্যা
❖ যে নারীর সন্তান বাঁচে না	= মৃতবৎসা
❖ যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে	= নবোঢ়া
❖ যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে	= স্বয়ংবরা
❖ যে নারী সাগরে বিচরণ করে	= সাগরিকা
❖ যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত	= বীরা বা পুরস্কী
❖ যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত	= অবীরা
❖ যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে	= অধিবন্না
❖ যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে	= প্রোষিতভর্তৃকা
❖ যে নারী সুন্দরী	= রামা
❖ যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে)	= অসূর্যম্পশ্যা
❖ যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত	= শুচিস্মিতা
❖ যে নারীর হাসি সুন্দর	= সুস্মিতা
❖ যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর	= কন্যাকা

পুরুষ বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

❖ পুরুষের কটিবক্ষ্য	= সরাসন
❖ পুরুষের উদ্দাম নৃত্য	= তাণ্ডব

❖ পুরুষের কর্ণভূষণ	= বীরবৌলি
❖ যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেনি	= অকৃতদার
❖ যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে	= অধিবেত্তা
❖ (যে পুরুষ) পত্নীসহ বর্তমান	= সপত্নীক
❖ (যে পুরুষ) স্ত্রীর বশীভূত	= স্ত্রৈণ
❖ যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে	= প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য

দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন সময় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ দিনের পূর্ব ভাগ	= পূর্বাঙ্ক
❖ দিনের মধ্য ভাগ	= মধ্যাহ্ন
❖ দিনের অপর ভাগ	= অপরাহ্ন
❖ দিনের সায় (অবসান) ভাগ	= সায়াহ্ন
❖ প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন	= প্রভাতকল্পা
❖ রাত্রির প্রথম ভাগ	= পূর্বরাত্র
❖ রাত্রির মধ্যভাগ	= মহানিশা
❖ রাত্রির শেষভাগ	= পররাত্র
❖ রাত্রির তিনভাগ একত্রে	= ত্রিযামা
❖ রাত্রিকালীন যুদ্ধ	= সৌপ্তিক
❖ সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল	= ব্রাহ্মমুহূর্ত
❖ পূণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন	= পুণ্যাহ
❖ যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে	= ত্র্যাহম্পর্শ
❖ ঐতিহাসিককালেরও আগের	= প্রাগৈতিহাসিক
❖ অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত (কুমারীদের)	= সৈজুতি
❖ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথি	= কোজাগর
❖ মাসের শেষ দিন	= সংক্রান্তি
❖ নিতান্ত দক্ষ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল)	= নিদাঘ
❖ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	= আদ্যোপান্ত

জন্ম, উৎপন্ন বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

❖ অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে	= অনুজ
❖ দুবার যার জন্ম হয়েছে	= দ্বিজ
❖ ফুল হতে জাত	= ফুলেল
❖ যার শুভ ক্ষণে জন্ম	= ক্ষণজন্মা
❖ যে শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে	= আটমাসে
❖ যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে	= মরণোত্তরজাতক
❖ যে জমিতে ফসল জন্মায় না	= উষর
❖ রেশম দিয়ে নির্মিত	= রেশমি
❖ সরোবরে জন্মে যা	= সরোজ
❖ জন্মে নাই যা	= অজ

ব্যক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

❖ যার ঈহ (চেষ্টা) নেই	= নিরীহ
❖ যার বেশবাস সংবৃত নয়	= অসংবৃত
❖ যার অন্য কোনো উপায় নেই	= অনন্যোপায়
❖ যার দাঁড়ি গোঁফ উঠেনি	= অজাতশূত্র
❖ যার পুত্র নেই	= অপুত্রক
❖ যার দুটি মাত্র দাঁত	= দ্বিরদ (হাতি)
❖ যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	= প্রত্যুৎপন্নমতি
❖ যার বরাহের (শূকর) মতো খুর	= বরাখুরে
❖ যার সব কিছু হারিয়েছে	= হতসর্বস্ব
❖ যার দুহাত সমান চলে	= সব্যসাচী
❖ যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে	= জাতিস্মর
❖ যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউই জানে না	= অজ্ঞাতকুলশীল
❖ যার কোনো তিথি নেই	= অতিথি
❖ যার অর্থ নেই	= অর্থহীন
❖ যিনি অতিশয় হিসাবি	= পাটোয়ারি
❖ অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে	= অনপেক্ষ
❖ দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে	= অতৃপ্তদৃশ্য
❖ যে পরের গুণেও দোষ ধরে	= অসূয়ক
❖ যে অর্থ পশ্চাৎ চিন্তা না করে কাজ করে	= অবিমূষ্যকারী
❖ যে সমাজের (বর্ণের) অন্তর্দেশে জন্মে	= অন্ত্যজ
❖ যে আপনাকে হত্যা করে	= আত্মঘাতী
❖ যে সুপথ থেকে কুপথে যায়	= উন্মার্গগামী
❖ যে আকৃষ্ট হচ্ছে	= কৃষ্যমাণ
❖ যে অপরের লেখা চুরি করে নিজ নামে চালায়	= কুড়ীলক
❖ যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে	= কৃতার্থম্মন্য
❖ যে অন্য দিকে মন দেয় না	= অনন্যমনা
❖ যে বিদ্যা লাভ করেছে	= কৃতবিদ্য
❖ যে গমন করে না	= নগ (পাহাড়)
❖ যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়িয়ে ক্লান্ত	= হাতুড়ে
❖ যে ক্রমাগত রোদন করছে	= রোরুদ্যমান
❖ যে রব শুনে এসেছে	= রবাহৃত
❖ যে সর্বত্র গমন করে	= সর্বগ
❖ যে গৃহের বাইরে রাজিয়াপন করতে ভালোবাসে	= বারমুখো
❖ যে গাঁজায় নেশা করে	= গৈঁজেল
❖ আচারে নিষ্ঠা আছে যার	= আচারনিষ্ঠ
❖ কোনো কিছু থেকেই যার ভয় নেই	= অকুতোভয়
❖ কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	= কর্মঠ
❖ কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে	= করিতকর্ম্য
❖ শোনামাত্র যার মনে থাকে	= শ্রুতিধর
❖ মায়া (ছল) জানে না যে	= অমায়িক
❖ ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি	= ঋত্বিক

❖ অবজ্ঞায় নাক উঁচু করেন যিনি	= উন্মাসিক
❖ জীবিত থেকেও যে মৃত	= জীবন্মৃত
❖ ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি	= নৈয়ায়িক
❖ ঠেঙিয়ে ডাকাতি করে যারা	= ঠ্যাঙারে
❖ ধুর (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে	= ধুরন্ধর
❖ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার	= নাস্তিক
❖ সব কিছু সহ্য করেন যিনি	= যুধিষ্ঠির
❖ বিশেষ খ্যাতি আছে যার	= বিখ্যাত
❖ স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে	= স্বৈরাচারী
❖ হিত ইচ্ছা করে যে	= হিতৈষী
❖ হরেক রকম বলে যে	= হরবোলা

জয় ও দমন সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি	= ইন্দ্রজিৎ
❖ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি	= জিতেন্দ্রিয়
❖ শত্রুকে জয় করেন যিনি	= পরঞ্জয় বা শত্রুজিৎ
❖ শত্রুকে হত্যা করেন যিনি	= শত্রুঘ্ন
❖ অরিকে দমন করে যে	= অরিন্দম

উপকার ও অপকার সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	= কৃতজ্ঞ
❖ উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে	= অকৃতজ্ঞ
❖ উপকারীর অপকার করে যে	= কৃতঘ্ন
❖ অপকার করার ইচ্ছা	= অপচিকীর্ষা

বিভিন্ন স্থান সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ যার দুই দিকে অপ (জল)	= দ্বীপ
❖ যার চারদিকে স্থল	= হ্রদ
❖ যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	= স্বাপদসংকুল
❖ যে জমিতে দবার ফসল হয়	= দো-ফসলি
❖ যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয়	= ভাগাড়/ উপশল্য
❖ হাতি রাখার স্থান	= পিলখানা
❖ ঘোড়া রাখার স্থান	= আস্তাবল
❖ অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান	= পিঁজরাপোল
❖ উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির	= টঙ্গি
❖ কাচের তৈরি বাড়ি	= শিশুমহল
❖ আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য	= ক্রন্দসী
❖ আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল	= রোদসী

নেতিবাচক বাক্য সংকোচন

❖ যা অতিক্রম করা যায় না	= অনতিক্রম্য
--------------------------	--------------

❖ যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না	= অনপনেয়
❖ যা অস্বীকার করা যায় না	= অনস্বীকার্য
❖ যা আগুনে পোড়ে না	= অগ্নিসহ
❖ যাকে দমন করা যায় না	= অদম্য
❖ যা নিন্দিত নয়	= অনিন্দিত
❖ যা পরিমাণ করা যায় না	= অপরিমেয়
❖ যা প্রমাণ করা যায় না	= অনির্বচনীয়
❖ যা ভাবা যায় না	= অভাবনীয়
❖ যাকে স্থানান্তর করা যায় না	= স্থাবর
❖ যা আঘাত পায়নি	= অনাহত
❖ যা আছত (ডাকা) হয় নি	= অনাছত
❖ যা বলা হয়নি	= অনুক্ত
❖ যা অতি দীর্ঘ নয়	= নাতিদীর্ঘ
❖ যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	= নাতিশীতোষ্ণ
❖ কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	= অনিবার্য

পূর্ব সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ যা পূর্বে কখনো হয় নি	= অভূতপূর্ব
❖ যা পূর্বে ছিল এখন নেই	= ভূতপূর্ব
❖ যা পূর্বে শোনা যায় নি	= অশ্রুতপূর্ব
❖ যা পূর্বে চিন্তা করা যায় না	= অচিন্ত্যপূর্ব

কষ্টকর বা সহজ নয় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর	= দুরপনেয়
❖ যা উচ্চারণ করা কঠিন	= দুরূহচার্য
❖ যা সহজে মুছে ফেলা যায় না	= দুর্মোচ্য
❖ যা সহজে জানা যায় না	= দুর্জ্ঞেয়
❖ যা কষ্টে লাভ করা যায় না	= দুর্লভ
❖ দমন করা কষ্টকর যাকে	= দুর্দমনীয়

যোগ্য সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ অন্তরে ঈক্ষণ যোগ্য	= অন্তরীক্ষ
❖ আরাধনা করিবার যোগ্য	= আরাধ্য
❖ ক্ষমার যোগ্য	= ক্ষমার্হ
❖ ক্ষমার অযোগ্য	= ক্ষমার্য
❖ ক্রয় করার যোগ্য	= ক্রেয়
❖ খাওয়ার যোগ্য	= খাদ্য
❖ খাওয়ার যোগ্য নয়	= অখাদ্য
❖ শ্রাণের যোগ্য	= শ্রেয়
❖ ঘৃণার যোগ্য	= ঘৃণার্হ/ঘৃণ্য
❖ চিবিয় কাবার যোগ্য	= চর্ব্য

❖ চুষে খাবার যোগ্য	= চোষ্য
❖ চেটে খাবার যোগ্য	= লেহ্য
❖ জানিবার যোগ্য	= জ্ঞাতব্য
❖ দান করার যোগ্য	= দাতব্য
❖ দেওয়ার অযোগ্য	= অদেয়
❖ ধন্যবাদের যোগ্য	= ধন্যবাদার্হ
❖ নিন্দার যোগ্য নয়	= অনিন্দ্য
❖ নৌ চলাচলের যোগ্য	= নাব্য
❖ প্রশংসার যোগ্য	= প্রশংসার্হ
❖ পাঠ করিবার যোগ্য	= পাঠ্য
❖ পান করার যোগ্য	= পেয়
❖ ফেলে দেবার যোগ্য	= ফেল্ণ্য
❖ বলার যোগ্য নয়	= অকথ্য
❖ বরণ করিবার যোগ্য	= বরণ্য বা বরণীয়
❖ বিক্রয় করার যোগ্য	= বিক্রয়
❖ মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য	= মাননীয়
❖ রন্ধনের যোগ্য	= পাচ্য
❖ শ্রবণের অযোগ্য	= অশ্রাব্য
❖ স্মরণের যোগ্য	= স্মরণার্হ

যাচ্ছে, হচ্ছে সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ যা অন্ত যাচ্ছে	= অন্তায়মান
❖ যা অনুভব করা হচ্ছে	= অনুভূয়মান
❖ যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে	= অপসৃয়মান
❖ যা উপলব্ধি করা যাচ্ছে	= উপলভ্যমান
❖ যা বহন করা হচ্ছে	= নীয়মান
❖ যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	= বর্ধিষ্ণু
❖ যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে	= ক্ষীয়মান
❖ যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে	= ক্রমবিস্তার্যমান
❖ যা বলা হচ্ছে	= বক্ষ্যমান
❖ যা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে	= দেদীপ্যমান
❖ যা পুনঃ পুনঃ দুলছে	= দৌদুল্যমান
❖ যা দীপ্তি পাচ্ছে	= দেদীপ্যমান

বর্ণ, গন্ধ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	= আঁষটে
❖ নীলবর্ণ পদ্ম	= ইন্দিবর
❖ রক্তবর্ণ পদ্ম	= কোকনদ
❖ শ্বেতবর্ণ পদ্ম	= পুণ্ডরীক্ষ

গাছ, ফল ও ফসল সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল	= চৈতালি
❖ পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল	= পৌষালি
❖ হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল	= হৈমন্তিক
❖ ক্ষুদ্র গাছ	= গাছড়া
❖ ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	= ওষধি
❖ যে গাছ অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে	= পরগাছা
❖ যে গাছ কোন কাজে লাগে না	= আগাছা
❖ যে সব গাছ থেকে ওষধ প্রস্তুত হয়	= ওষধি
❖ পদ্মের ডাঁটা বা নাল	= মৃণাল
❖ পদ্মের ঝড় বা মৃণালসমূহ	= মৃণালিনী

গমন করা ও চরা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ জরে ও স্থলে চরে যে	= উভচর
❖ বাতাসে (ক-তে) চরে যে	= কপোত
❖ আকাশে (খ-তে) চরে যে	= খেচর/খচর
❖ আকাশে (খ-তে) ওড়ে যে বাজি	= খ-ধূপ
❖ সর্বত্র গমন করে যিনি	= সর্বগ
❖ গমন করেনা যা	= নগ
❖ লাফিয়ে গমন করে যা	= প্লবগ

পাণ্ডিত্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ ইতিহাস রচনা করেন যিনি	= ঐতিহাসিক
❖ ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	= ইতিহাসবেত্তা
❖ ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী	= ঐন্দ্রজালিক
❖ যিনি বক্তৃতা দানে পটু	= বাগ্মী
❖ যে তীর নিক্ষেপে পটু	= তিরন্দাজ
❖ যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে	= পণ্ডিতম্ভন্য
❖ যে বিদ্যা লাভ করেছে	= কৃতবিদ্য

ক্ষুদ্র বিষয়ক বাক্য সংকোচন

❖ ক্ষুদ্র হাঁস	= পাতিহাঁস
❖ ক্ষুদ্র শিয়াল	= খেঁকশিয়াল
❖ ক্ষুদ্র লেবু	= পালিলেবু
❖ ক্ষুদ্র রাজা	= রাজড়া
❖ ক্ষুদ্র রথ	= রথার্কক
❖ ক্ষুদ্র প্রলয়	= খণ্ডপ্রলয়
❖ ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র	= ভাঁড়
❖ ক্ষুদ্র চিহ্ন	= বিন্দু
❖ ক্ষুদ্র বিন্দু	= ফুটকি
❖ ক্ষুদ্র বাগান	= বাগিচা
❖ ক্ষুদ্র ফোঁড়া	= ফুসকুড়ি

❖ ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড	= নুড়ি
❖ ক্ষুদ্র নাল	= নালি
❖ ক্ষুদ্র নাটক	= নাটিকা
❖ ক্ষুদ্র নদী	= সারণি
❖ ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র	= নাকাড়া
❖ ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি	= বলাকা
❖ ক্ষুদ্র গ্রাম	= পল্লিগ্রাম
❖ ক্ষুদ্র গাছ	= গাছড়া
❖ ক্ষুদ্র কূপ	= পাতকুয়া
❖ ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া	= টাটু
❖ ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন	= পিঁড়ি
❖ ক্ষুদ্র অঙ্গ	= উপাঙ্গ

হাত ও পা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

❖ হাতের প্রথম আঙুল (বুড়ো আঙুল)	= অঙ্গুষ্ঠ
❖ হাতের দ্বিতীয় আঙুল	= তর্জনী
❖ হাতের তৃতীয় আঙুল	= মধ্যমা
❖ হাতের চতুর্থ আঙুল	= অনামিকা
❖ হাতের পঞ্চম আঙুল	= কনিষ্ঠা
❖ হাতের তেলো বা তালু	= করতল
❖ হাতের কজি	= মণিবন্ধ
❖ হাতের কনুই থেকে কজি পর্যন্ত অংশ	= প্রকোষ্ঠ
❖ হাতের কজি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত	= পাণি
❖ পা ধোয়ার জল	= পাদ্য
❖ পা থেকে মাথা পর্যন্ত	= আপাদমস্তক

বিবিধ বাক্য সংকোচন

❖ যা শল্য-ব্যথা দূরকৃত করে	= বিশল্যকরণী
❖ যা মাটি ভেদ করে ওঠে	= উদ্ভিদ
❖ যা জল দেয়	= জলদ (মেঘ)
❖ যা প্রকাশ করা হয় নি	= অব্যক্ত
❖ যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	= বন্ধুর
❖ যা ধারণ বা পোষণ করে	= ধর্ম
❖ যা নিজের দ্বারা অর্জিত	= স্বোপার্জিত
❖ অকালে উৎপন্ন কুমড়া	= অকালকুম্ভাণ্ড
❖ অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক	= বহ্বাভূষণ
❖ অধর-প্রান্তের হাসি	= বক্রোষ্ঠিকা
❖ অনশনে মৃত্যু	= প্রায়
❖ অদ্রাস্ত জ্ঞান	= প্রমা

❖ ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চরণশীল	=	বিসর্পী
❖ অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ	=	উপচার
❖ ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয়	=	ঋণার্ণ
❖ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা	=	অধ্যাস
❖ ঐতিহাসিক কালেরও আগের	=	প্রাগৈতিহাসিক
❖ আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা	=	বরাভয়
❖ কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ	=	বুকনি
❖ প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা	=	লবেজান
❖ বন্দুক বা তির ছোঁড়ার অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য	=	চাঁদমারি
❖ হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার	=	চতুরঙ্গ
❖ ভুলহীন ঋষি বাক্য	=	আপ্তবাক্য
❖ রোদে শুকোনো আম	=	আমশি
❖ জ্বলছে যে অর্চি (শিখা)	=	জ্বলদর্চি
❖ পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ	=	অধিবেদন
❖ পত্নীর সাথে বর্তমান	=	সপত্নীক
❖ পঙ্কজিতে বসার অনুপযুক্ত	=	অপাঙতেয়
❖ দুয়ের মধ্যে একটি	=	অন্যতর
❖ দ্বারে থাকে যে	=	দৌবারিক
❖ মান্যব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জন্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া	=	প্রত্যাগমন
❖ মান্যব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জন্য কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া	=	অনুব্রজন
❖ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন	=	উপাবৃত্ত
❖ মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত	=	মৃন্ময়
❖ স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ)	=	উপদা
❖ ইন্দ্রের অশ্ব	=	উচ্চৈঃশ্রবা
❖ ঈষৎ উষ্ণ	=	কবোষ্ণ
❖ গুরুর বাসগৃহ	=	গুরুকুল
❖ গদ্যপদ্যময় কাব্য	=	চম্পু
❖ সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ	=	ধারোষ্ণ
❖ পূর্ব ও পরের অবস্থা	=	পৌর্বাপর্য
❖ বাহু বা রাস্তায় ডাকাতি	=	রাহাজানি
❖ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি	=	শাদ্বল
❖ মাসের শেষ দিন	=	সংক্রান্তি
❖ সৈনিকদলের বিশ্রাম শিবির	=	ঋন্দাবার

❖ নিতান্ত দক্ষ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল)	=	নিদাঘ
❖ অজ (ছাগল) কে গ্রাস করে যা	=	অজগর
❖ অত্র (মেঘ) লেহন/স্পর্শ করে যা	=	অত্রংলিহ
❖ অকালপক্ক হয়েছে যে	=	অকালপক্ক
❖ অহংকার নেই যার	=	নিরহংকার
❖ অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার	=	অনভিজ্ঞ
❖ অন্য গতি নাই যার	=	অগত্যা
❖ অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার	=	চতুরঙ্গ
❖ অষ্টপ্রহর (সারা দিন) ব্যবহার্য যা	=	আটপৌরে
❖ অন্তরে জল আছে এমন যে (নদী)	=	অন্তঃসলিলা
❖ অন্তরে যা (ঈক্ষণ দেখার) যোগ্য	=	অন্তরীক্ষ
❖ আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা	=	আত্মকেন্দ্রিক
❖ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	=	আদ্যোপান্ত
❖ স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর স্বগত হাসি-কান্না	=	দেয়ালা
❖ মাছিও প্রবেশ করে না যেখানে	=	নির্মক্ষিক
❖ বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে	=	পরিবেদন
❖ স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা	=	সহমরণ
❖ স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন	=	স্বাদিত
❖ ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ	=	প্রব্রজ্যা
❖ ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন	=	পরিব্রাজস
❖ যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না	=	সংশপ্তক
❖ জয়ের জন্য যে উৎসব	=	জয়ন্তী
❖ ফেলে দেবার যোগ্য	=	ফেল্‌না
❖ উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান	=	উপজ্ঞা
❖ কি করতে হবে তা বুজতে না পারা	=	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
❖ গরুর খুঁনে চিহ্নিত স্থান	=	গোম্পদ
❖ ঘরের অভাব	=	হা-ঘর
❖ এক থেকে শুরু করে	=	একাদিক্রমে
❖ তল স্পর্শ করা যায় না যার	=	অতলস্পর্শী
❖ নষ্ট হওয়া স্বভাব যার	=	নশ্বর
❖ অল্প-ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য আহার্য	=	জলপান
❖ জলপানের জন্য দেয় অর্থ	=	জলপানি (বৃত্তি)
❖ জল জল করছে যা	=	জাজ্বল্যমান
❖ সকলের জন্য প্রযোজ্য	=	সার্বজনীন
❖ সকলের জন্য মঙ্গলকর/হিতকর	=	সর্বজনীন
❖ সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত	=	আসমুদ্রহিমাচল
❖ আয়ু পক্ষে হিতকর	=	আয়ুষ্য
❖ স্তন্য পান করে যে	=	স্তন্যপায়ী

- ❖ ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী = ঐন্দ্রজালিক
- ❖ মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সংকেত স্থানে গমন = অভিসার
- ❖ সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাণ = অয়নাংশ

- ❖ লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন = আলুনি
- ❖ হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান = হাওদা

Teacher Students Work

- ০১। 'সমাস' শব্দের অর্থ কী?
ক) সংশ্লেষণ খ) বিশ্লেষণ গ) সংক্ষেপণ ঘ) সংযোজন
- ০২। পরস্পর অন্বয়যুক্ত দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার নাম—
ক) সন্ধি খ) প্রত্যয় গ) সমাস ঘ) পুরুষ
- ০৩। সমাস নিম্নপদটির নাম কী? অথবা, সমাসবদ্ধ পদকে কি বলে?
ক) সমস্যমান খ) সমস্তপদ গ) ব্যাসবাক্য ঘ) বিগ্রহ বাক্য
- ০৪। সমাসবদ্ধ পদের পরবর্তী অংশকে কী বলা হয়?
ক) উত্তর পদ খ) পরপদ গ) দক্ষিণ পদ ঘ) পূর্বপদ
- ০৫। ব্যাসবাক্যের অপর নাম কী?
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) বিগ্রহ বাক্য ঘ) জটিল বাক্য
- ০৬। 'দম্পতি' শব্দটি কোন সমাস?
ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) দ্বিগু সমাস ঘ) কর্মধারয় সমাস
- ০৭। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক) দম্পতি খ) মহাবীর গ) নিটোল ঘ) প্রতিদিন
- ০৮। 'জায়া ও পতি' সমাস করলে কী হয়?
ক) স্বামী-স্ত্রী খ) পতি-পত্নী গ) দম্পতি ঘ) জায়া-পতি
- ০৯। অহিনকুল (অহি ও নকুল) কোন সমাস?
ক) কর্মধারয় খ) বহুব্রীহি গ) দ্বিগু ঘ) দ্বন্দ্ব
- ১০। 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত?
ক) বহুব্রীহি খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) দ্বন্দ্ব
- ১১। বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কী?
ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) কর্মধারয় সমাস
গ) তৎপুরুষ সমাস ঘ) বহুব্রীহি সমাস
- ১২। 'অনুতাপ' পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) তাপের ক্ষুদ্র খ) তাপের অণু
গ) অনুতে যে তাপ ঘ) অনুরূপ তাপ
- ১৩। কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক) ইন্দ্রজিৎ খ) একরোখা গ) কালান্তর ঘ) ইহকাল
- ১৪। নীল যে অম্বর = নীলাম্বর- কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব
- ১৫। নীল যে আকাশ = নীলাকাশ কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) দ্বিগু গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব
- ১৬। পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলে—
ক) বহুব্রীহি সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস
- ১৭। বইপড়া (বইকে পড়া) কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) অব্যয়ীভাব
- ১৮। 'তেলেভাজা' কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) দ্বন্দ্ব গ) কর্মধারয় ঘ) তৎপুরুষ
- ১৯। তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক) নাই সীমা যার- অসীম খ) তেল দিয়ে ভাজা- তেলেভাজা
গ) ঘর ও বাড়ি- ঘরবাড়ি ঘ) মুখ চন্দ্রের ন্যায়- মুখচন্দ্র
- ২০। 'মেঘশূন্য' (মেঘ দ্বারা শূন্য) কোন সমাস?

- ক) তৎপুরুষ খ) কর্মধারয় গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব
- ২১। 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কি?
ক) বহু ধান খ) বহু গম গ) বহু পাট ঘ) বহু চাল
- ২২। 'গৃহস্থ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) গৃহে থাকেন যিনি খ) গৃহে স্থিত যে
গ) গৃহে স্থিতি যার ঘ) গৃহে আশ্রিত যে
- ২৩। কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক) সুবর্ণ (সু বর্ণ যার) খ) বৃষ্টি ধৌত (বৃষ্টিতে ধৌত)
গ) ত্রোদানল (ত্রোদা রূপ অনল) ঘ) হররোজ (রোজ রোজ)
- ২৪। সুবর্ণ কোন সমাস?
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব
- ২৫। 'সহোদর' কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) কর্মধারয় ঘ) দ্বিগু
- ২৬। নিচের কোনটি দ্বিগু সমাস?
ক) আপাদমস্তক খ) রুই-কাতলা গ) একরোখা ঘ) সেতার
- ২৭। 'শতাব্দী' কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) অব্যয়ীভাব ঘ) দ্বিগু
- ২৮। নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের সমস্তপদ?
ক) সাতসমুদ্র খ) প্রতিদিন গ) নীলকণ্ঠ ঘ) মুখেভাত
- ২৯। দ্বিগু সমাসের উদাহরণ—
ক) শতবার্ষিকী খ) মধুমাখা গ) পলান্ন ঘ) দিনকতক
- ৩০। 'তেপান্তর' (তিন প্রান্তরের সমাহার) কোন সমাস?
ক) তৎপুরুষ খ) দ্বিগু গ) কর্মধারয় ঘ) দ্বন্দ্ব
- ৩১। 'উপকথা' কোন সমাস?
ক) কর্মধারয় খ) অব্যয়ীভাব গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু
- ৩২। 'নিরামিষ' কোন সমাস?
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব
- ৩৩। কোনটি হঠাৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?
ক) আজীবন খ) আলুনি গ) আরক্তিম ঘ) আগাছা
- ৩৪। কোনটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ?
ক) অনুতাপ খ) আপাদমস্তক গ) আটচালা ঘ) আমরা
- ৩৫। 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) দয়া খ) কঠোর গ) বিগ্রহ ঘ) নিগ্রহ
- ৩৬। 'আভরণ' শব্দের অর্থ কী?
ক) অলংকার খ) আচ্ছাদন গ) রমণীয় ঘ) অনবরত
- ৩৭। 'পনস' কোন ফলের নাম?
ক) কাঁঠাল খ) আমড়া গ) তাল ঘ) আখরোট
- ৩৮। 'ইনকিলাব' শব্দের অর্থ কী?
ক) বিপ্লব খ) চিরজীবী গ) সন্ত্রাস ঘ) আন্দোলন
- ৩৯। 'সম্পৃক্ত' শব্দটির সঠিক অর্থ কোনটি?
ক) সংযুক্ত খ) আঁটবাঁধা
গ) অন্তর্ভুক্ত ঘ) দুই বা তার অধিকের মিলন
- ৪০। 'শীকর' শব্দের অর্থ কি?

- ক) শিশির খ) নীহারিকা গ) জলকণা ঘ) পদ্মফুল
 ৪১। 'নিবন্ধ' অর্থ—
 ক) বিধান খ) আগ্রহ গ) নিবিড় ঘ) সত্যাসত্য
 ৪২। সমার্থক শব্দ নয় কোনটি শব্দটি?
 ক) জলাশয় খ) দীঘি গ) পুকুর ঘ) ঢেউ
 ৪৩। 'পর্বত' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
 ক) অদি খ) অশা গ) ক্ষিতি ঘ) অংশু
 ৪৪। 'পর্বত' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
 ক) ভূরাগ খ) ভূজ গ) আগার ঘ) নগ
 ৪৫। 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ—
 ক) মরুৎ খ) শীর্ষদেশ গ) গজানন ঘ) ক্ষিতিধর
 ৪৬। 'বন্ধন' এর বিপরীত শব্দ—
 ক) মুক্ত খ) উন্মুক্ত গ) মুক্তি ঘ) খোলা
 ৪৭। 'সৌম্য' এর বিপরীতার্থক শব্দ—
 ক) শান্ত খ) কঠিন গ) উদ্ধত ঘ) উগ্র

- ৪৮। 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ—
 ক) মেজাজ খ) চপল গ) সৌম্য ঘ) বিজ্ঞ
 ৪৯। 'চপল' এর বিপরীতার্থক শব্দ—
 ক) স্তব্ধ খ) রাশভারী গ) ঠাণ্ডা ঘ) গম্ভীর
 ৫০। 'উদার' এর বিপরীতার্থক শব্দ—
 ক) কঠিন খ) কোমল গ) সংকীর্ণ ঘ) হৃদয়বান
 ৫২। 'কোমল' এর বিপরীতার্থক শব্দ—
 ক) কর্কশ খ) কঠিন গ) শক্ত ঘ) নরম

BCS Previous Questions

- ০১। 'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বুঝায়— (৪০তম
 বিসিএস)
 (ক) টিকটিকি (খ) তেলপোকা
 (গ) উইপোকা (ঘ) মাকড়সা
 ০২। "প্রোষিতভর্তৃকা" শব্দটির অর্থ কী? (৪০তম
 বিসিএস)
 (ক) ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী
 (খ) যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
 (গ) ভূমিতে প্রোথিত তরুণী
 (ঘ) তাকে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে
 ০৩। অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়— (৪০তম
 বিসিএস)
 (ক) বেতসবৃত্তি খ) পতঙ্গবৃত্তি
 (গ) জলৌকাবৃত্তি (ঘ) কুণ্ডিলকবৃত্তি
 ০৪। 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়— (৪০তম
 বিসিএস)
 (ক) জয়ের ইচ্ছা (খ) হত্যার ইচ্ছা
 (গ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (ঘ) শোনার ইচ্ছা
 ০৫। 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? (৩৮তম
 বিসিএস)
 ক) তৎপুরুষ খ) কর্মধারয় গ) অব্যয়ীভাব ঘ) বহুব্রীহি
 ০৬। 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? (৩৮তম বিসিএস)
 ক) অর্ণব খ) অর্ক গ) প্রসূন ঘ) পল্লব
 ০৭। 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? (৩৮তম
 বিসিএস)
 ক) ত্যক্ত খ) গ্রাহ্য গ) দৃঢ় ঘ) গৃঢ়
 ০৮। সমাস শব্দের অর্থ কী? (১১তম বিসিএস)
 ক) সংযোজন খ) বিশ্লেষণ গ) সংশ্লেষণ ঘ) সংক্ষেপণ

- ০৯। সমাস ভাষাকে— (৩৮তম ও ২৯তম
 বিসিএস)
 ক) বিস্তৃত করে খ) সংক্ষেপ করে
 (গ) অর্থবোধক করে ঘ) ভাষারূপে ক্ষুণ্ণ করে
 ১০। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? (২০তম
 বিসিএস)
 ক) সিংহাসন খ) ভাই-বোন গ) কানাকানি ঘ) গাছপালা
 ১১। 'জলে-স্থলে' কী সমাস? (৩৭তম
 বিসিএস)
 ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব খ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
 (গ) অলুক দ্বন্দ্ব ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব
 ১২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এর দৃষ্টান্ত— (১৩তম
 বিসিএস)
 ক) ঘর থেকে ছাড়া = ঘর ছাড়া খ) অরণ্যের মত রাঙা = অরণ্যরাঙা
 (গ) হাসিমাখা মুখ = হাসিমুখ ঘ) ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী
 ১৩। 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? (২৫তম
 বিসিএস)
 ক) চাঁদের মত মুখ খ) মুখের ন্যায় চাঁদ
 (গ) চাঁদ যে মুখ ঘ) চাঁদ রূপ মুখ

১৪। 'জ্যোৎস্না রাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? (৩০তম
বিসিএস)

- ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি সমাস

১৫। সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয়, তাকে কি সমাস বলে? (২৫তম বিসিএস)

- ক) দ্বিগু খ) অব্যয়ীভাব গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ

১৬। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়— (২৭তম বিসিএস)

- ক) উপমিত খ) উপমান গ) উপমেয় ঘ) রূপক

১৭। 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? (৩৫তম
বিসিএস)

- ক) দ্বিগু খ) দ্বন্দ্ব গ) কর্মধারয় ঘ) বহুব্রীহি

১৮। 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? (৩৭তম
বিসিএস)

- ক) বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ) বিস্ময়ে আপন্ন
গ) বিস্ময়কে আপন্ন ঘ) বিস্ময়ে যে আপন্ন

১৯। সমাসরূপ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? (৩১তম
বিসিএস)

- ক) বহুব্রীহি খ) কর্মধারয় গ) সুপসুপা ঘ) অব্যয়ীভাব

২০। 'লাঠালাঠি' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? (১৭তম ও ২৬তম
বিসিএস)

- ক) দ্বন্দ্ব খ) বহুব্রীহি গ) কর্মধারয় ঘ) তৎপুরুষ

২১। বহুব্রীহি সমাসরূপ পদ কোনটি? (৩৬তম
বিসিএস)

- ক) জনশ্রুতি খ) অনমনীয় গ) খাসমহল ঘ) তপোবন

২২। যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে বলা হয়— (২৩তম
বিসিএস)

- ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) অব্যয়ীভাব সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) নিত্য সমাস

২৩। 'পুরস্কার' বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার! - বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে— (৩৫তম বিসিএস)

- ক) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ) দুটোই শুদ্ধ ঘ) দুটোই অশুদ্ধ

২৪। 'অনীক' শব্দের অর্থ— (৩০তম
বিসিএস)

- ক) সূর্য খ) সমুদ্র গ) যুদ্ধক্ষেত্র ঘ) সৈনিক

২৫। 'আফতাব' শব্দের সমার্থক কোনটি? (৩০তম
বিসিএস)

- ক) অর্ঘব খ) রাতুল গ) অর্ক ঘ) জলধি

২৬। 'অপলাপ' শব্দের অর্থ কী? (২২তম বিসিএস)

- ক) অস্বীকার করা খ) মিথ্যা গ) প্রলাপ ঘ) অসদালাপ

২৭। 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী? (২৮তম বিসিএস)

- ক) প্রতিরোধ খ) উপস্থাপন গ) অনুরোধ ঘ) উপযোগী

২৮। 'জল' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? (৩৫তম
বিসিএস)

- ক) জলদ খ) জলধর গ) সলিল ঘ) অবনী

২৯। 'অদিতি'-এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? (৩১তম
বিসিএস)

- ক) পৃথ্বী খ) ক্ষিতি গ) নীর ঘ) অবনী

৩০। 'বামেতর' শব্দটির অর্থ— (২৩তম বিসিএস)

- ক) বামচোখ খ) ডান গ) ইতর ঘ) বামদিকে

৩১। 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী? (২৩তম বিসিএস)

- ক) উদাসীন খ) প্রতিকূল গ) রাগহীন ঘ) বিশেষভাবে রুষ্ট

৩২। সমার্থক শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন— (২৩তম বিসিএস)

- ক) দীর্ঘিকা, নদী, প্রণালী খ) শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, সরিৎ
গ) গাঙ, তটিনী, অর্ণব ঘ) শ্রোতস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিদ্ধু

৩৩। 'শিষ্টাচার'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? (১১তম
বিসিএস)

- ক) সদাচার খ) নিষ্ঠা গ) সংযম ঘ) সততা

৩৪। 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? (৩১তম
বিসিএস)

- ক) কবুতর খ) ময়ূর গ) খরগোশ ঘ) কোকিল

৩৫। সূর্য-এর প্রতিশব্দ— (১১তম
বিসিএস)

- ক) সুধাংশু খ) শশাংক গ) আদিত্য ঘ) বিধু

৩৬। কোনটি অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? (৩৩তম বিসিএস)

- ক) পাবক খ) বৈশ্বায়ন গ) সর্বগুটি ঘ) প্রজ্জ্বলিত

৩৭। 'বৃক্ষ'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? (৩২তম
বিসিএস)

- ক) নীরধি খ) কপালি গ) বিটপী ঘ) অবনি

৩৮। কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়? (৩২তম বিসিএস)

- ক) পাবক খ) মারুত গ) পবন ঘ) অনিল

৩৯। 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী? (৩০তম বিসিএস)

- ক) পরশু খ) কোকিল গ) পরের ধন ঘ) পার্শ্ববর্তী

৪০। 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ— (৩৬তম
বিসিএস)

- ক) উৎকর্ষতা খ) অপকর্ষ গ) উৎকর্ষ ঘ) অপকর্ষতা

৪১। 'ক্ষীয়মান' এর বিপরীত শব্দ কী? (২৫তম
বিসিএস)

- ক) বৃহৎ খ) বর্ধিষু গ) বর্ধমান ঘ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

৪২। 'জঙ্গম'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? (২৪তম
বিসিএস)

- ক) অরণ্য খ) পর্বত গ) স্থাবর ঘ) সমুদ্র

৪৩। 'তাপ'-শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ— (১৫তম ও ২৪তম
বিসিএস)

- ক) শৈত্য খ) শীতল গ) উত্তাল ঘ) হিম

৪৪। 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? (১৫তম
বিসিএস)

- ক) বিস্ময় খ) নির্ভয় গ) দ্বিধা ঘ) প্রত্যয়

৪৫। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? (৩৫তম বিসিএস)

- ক) অনুলোপ-প্রতিলোম খ) গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ
গ) নশ্বর-শাশ্বত ঘ) হ্রষ্ট-পুষ্ট

উত্তরমালা (Previous Year Questions)									
০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ

২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ
২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ
৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	গ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ

জেনে রাখা ভালো

০১। যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?

উত্তর: সমস্যমান পদ।

০২। সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত?

উত্তর: সংস্কৃত।

০৩। সাধারণত সমাসে কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে?

উত্তর: বিশেষ্য পদ।

০৪। নিচের কোন শব্দটি সমাসবদ্ধ নয়?

উত্তর: বিদ্যালয়।

০৫। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?

উত্তর: অহিনকুল।

০৬। 'ছেলে-মেয়ে' কোন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস?

উত্তর: সাধারণ দ্বন্দ্ব।

০৭। 'গমনাগমন' শব্দটি কোন সমাস?

উত্তর: দ্বন্দ্ব।

০৮। 'জমা-খরচ' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

উত্তর: জমা ও খরচ।

০৯। পথে ও প্রান্তরে = পথে-প্রান্তরে- এটি কোন সমাস?

উত্তর: দ্বন্দ্ব।

১০। 'কাপুরুষ' শব্দের সমাস কোনটি?

উত্তর: কর্মধারয় সমাস।

১১। 'কদাচার' শব্দটি কোন সমাস?

উত্তর: কর্মধারয়।

১২। সমাস গঠিত শব্দ-

উত্তর: নরপঙ্গম।

১৩। 'খাসমহল' (খাস যে মহল) কোন সমাস?

উত্তর: কর্মধারয়।

১৪। 'পুষ্পাঞ্জলি' শব্দটি কীভাবে গঠিত?

উত্তর: সমাসযোগে।

১৫। 'ইত্যাদি' কোন সমাস (ইতি হতে আদি)?

উত্তর: তৎপুরুষ।

১৬। কোনটি তৎপুরুষ?

উত্তর: মধুমাখা।

১৭। ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস কোনটি?

উত্তর: হজ্জযাত্রী।

১৮। বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি?

উত্তর: স্ত্রীর সহিত বর্তমান = সস্ত্রীক।

১৯। 'রক্তনেত্র' এর ব্যাসবাক্য হবে-

উত্তর: রক্তের ন্যায় নেত্র যার।

২০। কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?

উত্তর: মহাত্মা।

২১। 'দিগম্বর' (দিক অম্বর যার) কোন সমাস?

উত্তর: বহুব্রীহি।

২২। 'ত্রিভুজ' কোন সমাস?

উত্তর: দ্বিগু।

২৩। কোনটি দ্বিগু সমাস?

উত্তর: চৌরাস্তা।

২৪। 'পঞ্চদ' কোন সমাসের উদাহরণ-

উত্তর: দ্বিগু।

২৫। 'চতুষ্পদ' কোন সমাস?

উত্তর: দ্বিগু সমাস।

২৬। 'সপ্তর্ষি' শব্দটি কোন সমাস?

উত্তর: দ্বিগু সমাস।

২৭। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি?

উত্তর: উপকূল।

২৮। 'উপকূল' কোন সমাস?

উত্তর: অব্যয়ীভাব সমাস।

২৯। 'বেহায়া' কোন সমাস?

উত্তর: অব্যয়ীভাব সমাস।

৩০। কোনটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ?

উত্তর: অনুতাপ।

৩১। 'উদ্বেগ' কোন সমাসের উদাহরণ?

উত্তর: অব্যয়ীভাব।

৩২। 'উপশহর' শব্দটি কোন সমাস?

উত্তর: অব্যয়ীভাব।

৩৩। 'ভিষক' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?

উত্তর: চিকিৎসক।

৩৪। 'সংহারক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: বিনাশকারী।

৩৫। 'তক্ষক' শব্দের অর্থ-

উত্তর: ছুতার।

৩৬। 'Intellectual' শব্দের অর্থ কোনটি?

উত্তর: বুদ্ধিজীবী।

৩৭। রাত্রির সমার্থক শব্দ-

উত্তর: শর্বরী।

৩৮। 'অভিনিবেশ' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: মনোযোগ।

৩৯। 'কপোল' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: গুণদেশ।

- ৪০। ‘পাবক’ নিচের কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
উত্তর: অগ্নি।
- ৪১। ‘সমীর’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বাতাস।
- ৪২। কোনটি সুন্দরের সমার্থক শব্দ নয়?
উত্তর: সুবর্ণ।
- ৪৩। ‘পরভূৎ’ শব্দের অর্থ—
উত্তর: কাক।
- ৪৪। ‘অন্যপুষ্ট’ কোন পাখিকে বলা হয়?
উত্তর: কোকিল।
- ৪৫। ‘দামিনী’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বিদ্যুৎ।
- ৪৬। ‘পথ’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
উত্তর: সরণি।
- ৪৭। ‘ব্রমর’ অর্থে কোনটি শুদ্ধ নয়?
উত্তর: মধুময়।
- ৪৮। নিচের কোনটি সূর্যের প্রতিশব্দ?
উত্তর: সবিতা।
- ৪৯। ‘উর্মির’ প্রতিশব্দ—
উত্তর: তরঙ্গ।
- ৫০। ‘স্বামী’ শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
উত্তর: কোনটিই নয়।
- ৫১। ‘পানি’র সমার্থক শব্দ—
উত্তর: উদক।
- ৫২। ‘নীর’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: পানি।
- ৫৩। সাধারণত সমাসে কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে?
উত্তর: বিশেষ্য।
- ৫৪। ‘নবান্ন’ শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে?
উত্তর: সন্ধি।

- ৫৫। সমাসবদ্ধ পদের পরবর্তী অংশকে কী বলা হয়?
উত্তর: পর পদ।
- ৫৬। যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটি নাম কী?
উত্তর: সমস্যমান পদ।
- ৫৭। সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত—
উত্তর: সংস্কৃত।
- ৫৮। ‘অনুতাপ’ পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: তাপের পশ্চাৎ
- ৫৯। ‘অনুতাপ’ (তাপের পশ্চাৎ) কোন সমাস?
উত্তর: অব্যয়ীভাব।
- ৬০। ‘গরমিল’-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: মিলের অভাব।
- ৬১। হাভাতে-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: ভাতের অভাব।
- ৬২। নিচের কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?
উত্তর: কানাকানি।
- ৬৩। ‘গায়ে হলুদ’ কোন সমাস?
উত্তর: অলুক বহুব্রীহি।
- ৬৪। ‘বহুব্রীহি’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বহু ধান।
- ৬৫। ‘গৌফ খেজুরে’ কোন সমাস?
উত্তর: মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।
- ৬৬। নিচের কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?
উত্তর: কানাকানি।
- ৬৭। কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
উত্তর: হাতাহাতি।
- ৬৮। যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য তাকে কোন সমাস বলে?
উত্তর: ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি।
- ৬৯। পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে কোন্ বহুব্রীহি সমাস হয়?
উত্তর: সমানধিকরণ।

পিএসসিসহ অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

ସମ୍ଭାଷ

০১. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত?
ক) রবি-শশী খ) অহি-নকুল
গ) খাওয়া-পরা ঘ) ধনী-দরিদ্র
০২. পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে কী বলে?
ক) কর্মধারয় সমাস খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) দ্বিগু সমাস
০৩. 'গৃহান্তর' কোন সমাস?
ক) নিত্য সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) প্রাদি সমাস
০৪. কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক) বর্ণচোরা খ) দলনেতা

গ) গালভরা

০৫. ‘গিরীশ’ শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) গিরিতে অবস্থিত
খ) গিরিতে যিনি অবস্থান করেন
গ) গিরি হতে এসেছেন যিনি
ঘ) গিরি যার প্রাণ
০৬. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত?
ক) ভাই-বোন
খ) ধন-দৌলত
গ) আয়-ব্যয়
ঘ) দা-কুমড়া
০৭. কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক) গুরুভক্তি
খ) শ্রমলব্ধ
গ) বস্তাপাঁচা
ঘ) পদচ্যুত
০৮. ‘শ্রুতিগত সুখ = শ্রুতিসুখ’ কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) বহুব্রীহি
খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ

- গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব
০৯. 'খেয়াঘাট' শব্দটি কোন সমাস?
ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ) চতুর্থী তৎপুরুষ
গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) অলুক তৎপুরুষ
১০. শহিদ স্মরণে পালনীয় দিবস 'শহিদ দিবস' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) উপমান কর্মধারয় খ) রূপক কর্মধারয়
গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) দ্বিগু সমাস
১১. 'সে পা চাটা কুকুর' এখানে 'পা চাটা' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) অলুক যষ্ঠী তৎপুরুষ খ) সপ্তমী তৎপুরুষ
গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) উপপদ তৎপুরুষ

১২. রূপক কর্মধারয় সমাস কোনটি?
ক) মিশকালো খ) চিরমুখী
গ) রথ দেখা ঘ) শোকানল
১৩. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস নয় কোনটি?
ক) মাপকাঠি খ) বিশ্ববিখ্যাত
গ) বস্তাপচা ঘ) মনমরা
১৪. 'সমাহার' ব্যাসবাক্য থাকলে কোন সমাস?
ক) দ্বন্দ্ব খ) প্রাদি
গ) নিত্য ঘ) দ্বিগু
১৫. 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন সমাস?
ক) অলুক দ্বন্দ্ব খ) নঞ তৎপুরুষ
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি ঘ) রূপক কর্মধারয়
১৬. 'রাজপথ' শব্দটির ব্যাস-বাক্য কোনটি?
ক) রাজ নির্মিত পথ খ) রাজার পথ
গ) রাজা ও পথ ঘ) পথের রাজা
১৭. আমি, তুমি ও সে = আমরা-এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব খ) অলুক দ্বন্দ্ব
গ) সাধারণ দ্বন্দ্ব ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব
১৮. 'প্রভাব' শব্দটি কোন সমাস?
ক) অব্যয়ীভাব খ) প্রাদি
গ) তৎপুরুষ ঘ) নিত্য
১৯. 'ফুলকপি' কোন ধরনের কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক) উপমিত খ) উপমান
গ) রূপক ঘ) মধ্যপদলোপী
২০. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক) অধরপল্লব খ) কুসুসকোমল
গ) গোবেচারা ঘ) মিশকালো
২১. কোন বহুব্রীহি সমাসে পরস্পরের মধ্যে একই ধরনের কাজ বোঝায়?
ক) ব্যতিহার বহুব্রীহি খ) সহার্থক বহুব্রীহি
গ) উপমান বহুব্রীহি ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
২২. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক) নরসিংহ খ) মুখচন্দ্র
গ) অপরপল্লব ঘ) হস্তীমূর্খ

২৩. সমস্ত পদকে ভেঙ্গে যে বাক্যাংশে করা হয় তাকে কি বলে?

- ক) সমস্যমান বাক্য খ) সমস্ত বাক্য
গ) বিগ্রহ বাক্য ঘ) সমস্য বাক্য

২৪. 'উচ্ছ্বল' কোন সমাস?

- ক) দ্বিগু সমাস খ) বহুব্রীহি সমাস
গ) অব্যয়ীভাব সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস

২৫. বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?

- ক) অব্যয়ীভাব খ) কর্মধারয়
গ) তৎপুরুষ ঘ) নিত্য সমাস

২৬. নিচের কোনটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়?

- ক) দশভূজা খ) চৌচালা
গ) সেতার ঘ) চৌরাস্তা

২৭. 'ইত্যাদি' কোন সমাস?

- ক) বহুব্রীহি খ) দ্বন্দ্ব
গ) কর্মধারয় ঘ) তৎপুরুষ

২৮. নিচের কোনটি প্রাদি সমাসের উদাহরণ?

- ক) বেতার খ) প্রভাত
গ) প্রতিদান ঘ) হাভাত

২৯. কোন শব্দটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?

- ক) জলদ খ) আশীবিষ
গ) রাজপথ ঘ) পদ্মগন্ধী

৩০. 'ডাকমাণ্ডল' কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) কর্মধারয় খ) চতুর্থী তৎপুরুষ
গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি

৩১. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

- ক) মহানবী খ) মৃগনয়না
গ) তেমাথা ঘ) মনগড়া

৩২. 'নীলকর' কোন্ সমাসভুক্ত?

- ক) উপপদ তৎপুরুষ খ) অলুক দ্বন্দ্ব
গ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

৩৩. 'কানকাটা' কোন্ সমাস?

- ক) বহুব্রীহি খ) দ্বন্দ্ব
গ) অব্যয়ীভাব ঘ) তৎপুরুষ

৩৪. সমাসবদ্ধ পদ তৈরিতে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন—

- ক) কমা খ) সেমিকোলন
গ) হাইফেন ঘ) বন্ধনী

৩৫. 'ন্যায়সঙ্গত' কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব

৩৬. 'করপল্লব' কোন সমাস?

- ক) উপমান কর্মধারয় খ) উপমিত কর্মধারয়
গ) তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি

৩৭. 'দলছুট' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) কর্মধারয় খ) অপাদান তৎপুরুষ
গ) করণ তৎপুরুষ ঘ) সম্বন্ধ তৎপুরুষ

৩৮. কোনটি 'ঈষৎ' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?

- ক) আরক্তিম খ) আজীবন
গ) আপাদমস্তক ঘ) আগমন

৩৯. উপমান শব্দের অর্থ—

- ক) তুলনা খ) তুলনীয় বস্তু
গ) সাদৃশ্য ঘ) প্রত্যক্ষ বস্তু

৪০. 'হা-ঘরে' কোন সমাস?

- ক) দ্বন্দ্ব খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু

৪১. সমাসের সাহায্যে গঠিত সাধিত শব্দ কোনটি?

- ক) পরিষ্কার খ) ডুবন্ত
গ) দেশত্যাগ ঘ) উদ্যোগ

৪২. 'জটাজাল'—এটি কোন সমাস?

- ক) উপমান খ) উপমিত
গ) রূপক ঘ) মধ্যপদলোপী

৪৩. 'রাজপথ' — এটি কোন সমাস?

- ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) প্রাদি
গ) বহুব্রীহি ঘ) নিত্য

৪৪. 'গুণমুগ্ধ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) করণ তৎপুরুষ খ) কর্ম তৎপুরুষ
গ) সম্বন্ধ তৎপুরুষ ঘ) নিমিত্ত তৎপুরুষ

৪৫. অলুক সমাসের উদাহরণ—

- ক) গায়েপড়া খ) কাঁচাপাকা
গ) বৌভাত ঘ) মুক্তিযুদ্ধ

৪৬. মহানবি কোন সমাস?

- ক) তৎপুরুষ খ) দ্বন্দ্ব
গ) কর্মধারয় ঘ) বহুব্রীহি

৪৭. 'পরিচয়পত্র' সমস্তপদটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) দ্বিতীয় তৎপুরুষ খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ) অলুক দ্বন্দ্ব ঘ) বহুব্রীহি

৪৮. 'স্মৃতিসৌধ' কোন সমাস?

- ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) কোনটিই নয়

৪৯. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?

- ক) চা-বিস্কুট খ) মহাত্মা
গ) তেমাথা ঘ) মনগড়া

৫০. নিচের কোন শব্দ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন নয়?

- ক) আশীবিষ খ) হতশ্রী
গ) বিপত্নীক ঘ) গ্রহাবলি

৫১. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ—

- ক) মাতামাতি খ) ক্ষুরধার
গ) অনুর্বর ঘ) অন্যমান

৫২. কোনটি উপমান কর্মধারয়ের উদাহরণ?

- ক) কাজলকালো খ) চাঁদমুখ
গ) পুরুষসিংহ ঘ) আকাশবাণী

৫৩. 'প্রবচন' শব্দটি কোন প্রকার সমাসের উদাহরণ?

- ক) নিত্য সমাস খ) প্রাদি সমাস
গ) অব্যয়ীভাব সমাস ঘ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস

৫৪. 'বীরসিংহ' এটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয়

৫৫. কোন বাক্যটিকে দ্বিগু সমাসের নিয়মে সমাসবদ্ধ করা সম্ভব?

- ক) তে (তিন) মাথার সমাহার খ) বেলাকে অতিক্রান্ত
গ) প্রকৃষ্ট যে গতি ঘ) সন্ধ্যায় জ্বালানো হয় যে প্রদীপ

উত্তরমালা: সমাস									
০১	ঘ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	খ
০৬	গ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	খ	১০	গ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ
২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	খ
৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	ক
৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	খ	৫০	ঘ
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	ক

বাক্য সংকোচন

০১. 'গম্ভীর ধ্বনি'-এর বাক্য সংকোচন—

- ক) মন্ত্র খ) মন্দ্র
গ) মর্মর ঘ) মর্মম্ভদ

০২. 'রাত্রির শেষ ভাগ'-এক কথায়—

- ক) মহানিশা খ) যামিনী
গ) পররাত্র ঘ) রাত্রিশেষ

০৩. যা অবশ্যই ঘটবে—

- ক) ভবিতব্য খ) অনিবার্য
গ) অপ্রতিরোধ্য ঘ) অবশ্যজ্ঞাবী

০৪. 'টঙ্কার' শব্দের সম্প্রসারিত বাক্য কোনটি?

- ক) ট্যাংকের শব্দ খ) ধাতব টাকার শব্দ
গ) ধনুকের ছিলার শব্দ ঘ) ধনুষ্টংকার রোগীর গোড়ানির শব্দ

০৫. 'অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার' বাক্যের এক কথায় প্রকাশ—

- ক) চতুরঙ্গ খ) যৌথবাহিনী
গ) চতুর্ভগ ঘ) চতুর্ভগর্গ

০৬. 'যা বলা হয়েছে'-এক কথায় প্রকাশ করলে হবে—

- ক) বক্তব্য খ) বক্তৃতা
গ) উক্ত ঘ) বিবৃতি

০৭. 'দুইবার জন্মে যে' -এক কথায় প্রকাশটির সঠিক কোনটি?

- ক) পুনর্জন্ম খ) প্রত্যাবর্তন
গ) দ্বিজ ঘ) অগ্রজ

০৮. 'যার উপায় নাই'-এক কথায় কি হবে?

- ক) অনুপায় খ) নাচার
গ) অনন্যোপায় ঘ) নিরুপায়

০৯. 'তর্কের সঙ্গে বর্তমান' এর বাক্য সংক্ষেপ কি?

- ক) তর্কিক খ) সতর্ক
গ) চতুর ঘ) সবগুলো

১০. 'অনসূয়া' বলতে বোঝায়—

- ক) যে নারীর পুত্র নাই খ) যে নারীর বিবাহ হয়নি
গ) যে নারী অপরিণত বয়স্ক ঘ) যে নারীর হিংসা নাই

১১. 'দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ'-এর বাক্য সংকোচন হল—

- ক) পূর্বাহ্ন খ) সায়াহ্ন
গ) গোপূলি ঘ) সন্ধ্যা

শীট ও লেকচার নিয়ে যে কোন পরামর্শের জন্য
Kazi Saiful Islam Shuvo Sir
SMS- 01620124371

১২. 'যার উভয় হাত চলে'-এক কথায় কী?

- ক) দোহাতী খ) দ্বিজ
গ) করিতকর্মা ঘ) সব্যসাচী

১৩. 'অনন্যমনা'-এ পদটিকে বিস্তারিতভাবে কি বলা যায়?

- ক) অন্যদিকে মন যার খ) অন্যদিকে মন নাই যার
গ) সবদিকে মন থাকে যার ঘ) অন্য কর্মে মন নাই যার

১৪. যা জানা কঠিন তা হলো-

- ক) দুর্জয় খ) অবোধ্য
গ) অজ্ঞাত ঘ) সুবোধ্য

১৫. 'যে বিষয়ে বিতর্ক নেই'- এক কথায় বলে?

- ক) অবিমৃষ্য খ) অবিতর্ক
গ) অবিমৃষ্যকারী ঘ) অবিসংবাদী

১৬. 'পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে যার' - তাকে এক কথায় বলা হয়-

- ক) পূর্বসূরী খ) জাতিস্মর
গ) পাণ্ডিত্য ঘ) তীক্ষ্ণধী

১৭. 'পুরুষের কর্ণভূষণ' এর সংকোচিত রূপ কোনটি?

- ক) পুরুষকর্ণ খ) পুরুষালী
গ) বীরবোলি ঘ) বীরবল

১৮. 'জয়ন্তী' শব্দের অর্থ-

- ক) জয়ের জন্য যে উৎস খ) জায়ফলের বিবি
গ) জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব ঘ) বিজয়-পরবর্তী উৎসব

১৯. 'জিজীবিষা'র প্রসারিত রূপ-

- ক) জানাবার ইচ্ছা খ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা
গ) জয়ের ইচ্ছা ঘ) হত্যার ইচ্ছা

২০. যিনি অনেক দেখেছেন-

- ক) দার্শনিক খ) দূরদর্শী
গ) পর্যটক ঘ) ভ্রূয়োদর্শী

২১. 'বিশ্বজনের হিতকর'-এককথায় কি বলে?

- ক) সর্বজনীন খ) বিশ্বজনীন
গ) সর্বজনীন ঘ) বৈশ্বিক

২২. 'যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন'- এক কথায়-

- ক) বিদ্বান খ) বিদুষী

- গ) কৃতবিদ্য ঘ) বিদ্যাধর

২৩. যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি- এক কথায়

- ক) নির্ভীক খ) যুযুধান
গ) যুদ্ধবিদ ঘ) যুধিষ্ঠির

২৪. ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এককথায় বলে-

- ক) রজত জয়ন্তী খ) সুবর্ণ জয়ন্তী
গ) হীরক জয়ন্তী ঘ) সার্বশতবর্ষ

২৫. এক কথায় প্রকাশ কর: অলঙ্কারের ধ্বনি-

- ক) অঞ্জলি খ) খঞ্জলি
গ) শিঞ্জলি ঘ) রঞ্জলি

২৬. এক কথায় প্রকাশ কর: 'ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার'-

- ক) কেকা খ) পেখম
গ) ডানা ঘ) পুচ্ছগ্রা

২৭. এক কথায় প্রকাশ কর: যা নাড়ানো যায়-

- ক) জঙ্গম খ) বৃদ্ধ
গ) গমন করতে সমর্থ যে ঘ) অনড়

২৮. 'যা বলা হয়নি' এক কথায়-

- ক) অকথ্য খ) অব্যক্ত
গ) অনুক্ত ঘ) অকথিত

২৯. 'কোন ভয় নেই যার' তাকে বলা হয়-

- ক) ভীতহীন খ) আকুতিভয়
গ) অকুতোভয় ঘ) অভয়

৩০. 'যে সকল অত্যাচার সহ্য করে' তাকে বলে-

- ক) ধৈর্যধারণকারী খ) সুসহকারী
গ) সর্বসহা ঘ) সসর্বসহা

৩১. 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না' -এর বাক্য সংকোচন হল-

- ক) অনতিক্রম্য খ) অলঙ্ঘ্য
গ) দুরতিক্রম্য ঘ) দুর্গম

৩২. মৃতের মত অবস্থা যার-

- ক) মুমূর্ষু খ) মুমূর্ষু
গ) মূমূর্ষু ঘ) মূমূর্ষু

৩৩. 'বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে' এক কথায়-

- ক) অধিবেদন খ) পরিবেদন
গ) উপজ্ঞা ঘ) উপদা

৩৪. 'দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ'-এক কথায় বলে-

- ক) পূর্বাহ্ন খ) মধ্যাহ্ন

গ) সায়াহু

ঘ) গোধূলি

৩৫. 'এক থেকে শুরু করে' -এক কথায় বলে-

ক) পর্যায়ক্রমে

খ) একাদিক্রমে

গ) শেষঅবধি

ঘ) একাদীক্রমে

৩৬. যে ব্যক্তি পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে-

ক) জাতিস্মর

খ) ভুজঙ্গম

গ) লব্ধ প্রতিষ্ঠ

ঘ) প্রত্যুৎপন্নমতি

৩৭. 'রাত্রির শেষ ভাগ': এক কথায় প্রকাশ-

ক) পূর্বাহ্ন

খ) পররাত্র

গ) পূর্বরাত্রি

ঘ) মহানিশা

৩৮. 'অগ্নিপশ্চাৎ বিবেচনা না-করে কাজ করে যে'- তাকে বলে-

ক) অপরিণামদর্শী

খ) অপরিপক্ক

গ) অদূরদর্শী

ঘ) অবিম্ব্যকারী

৩৯. 'শুভক্ষণে জন্ম যার'-

ক) শুভজন্মা

খ) ক্ষণজন্মা

গ) যথাজন্মা

ঘ) কীর্তিমান

৪০. 'অগ্নিপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে,' তাকে বলে-

ক) অপরিণামদর্শী

খ) অবিম্ব্যকারী

গ) অপরিপক্ক

ঘ) অদূরদর্শী

৪১. 'জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে'-কে এক শব্দে বলে-

ক) পরিবেদন

খ) পরিবন্ধন

গ) পরিচারণ

ঘ) পরিণয়ন

৪২. ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এক কথায় বলে:

ক) হীরক জয়ন্তী

খ) সুবর্ণ জয়ন্তী

গ) রজত জয়ন্তী

ঘ) সার্বশত বর্ষ

৪৩. আবক্ষ জলে নেমে স্নান-এক কথায় কী বলে?

ক) স্নান

খ) গোসল

গ) প্রক্ষালন

ঘ) অবগাহন

৪৪. এক কথায় প্রকাশ কর: "যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে"

ক) সবিহারা

খ) সর্বস্বহারা

গ) সর্বহৃত

ঘ) হৃতসর্বস্ব

৪৫. 'আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হবে'- উদাহরণটি কোন জাতীয় বাক্যের?

ক) সরল বাক্য

খ) মিশ্র বাক্য

গ) যৌগিক বাক্য

ঘ) জটিল বাক্য

৪৬. 'অলঙ্কারের শব্দ' কে এক কথায় কী বলে?

ক) শিঞ্জন

খ) ক্রেঙ্কার

গ) নিক্ণ

ঘ) গুঞ্জন

৪৭. প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী?

ক) ভানু সিংহ

খ) কালো ভ্রমর

গ) নীল লোহিত

ঘ) যুবনাশ

৪৮. 'যার উভয় হাত চলে' এককথায় কী?

ক) সব্যসাচী

খ) দ্বিজ

গ) দোহাতি

ঘ) করিতকর্মা

৪৯. 'যে নারী প্রিয় কথা বলে'- এক কথায়:

ক) সুস্মিতা

খ) প্রিয়া

গ) প্রিয়ংবদা

ঘ) শ্রীমতি

৫০. যে বক্তৃতাদানে পটু-

ক) বাকপটু

খ) বাগ্মী

গ) বাচাল

ঘ) সুবক্তা

উত্তরমালা: বাক্য সংকোচন

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	গ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ঘ
২১	খ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ
২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	খ
৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	গ
৪৬	ক	৪৭	ঙ	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	খ

দ্বিরুক্ত শব্দ

০১. 'চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা'- এ বাক্যে 'চিকচিক' শব্দটি-

ক) বিশেষণ

খ) ক্রিয়া

গ) ক্রিয়াবিশেষণ

ঘ) অব্যয়

০২. 'কোন দ্বিরুক্ত শব্দটিতে স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝানো হয়েছে?

ক) দেখে দেখে যাও

খ) কালো কালো চেহারা

গ) ডেকে ডেকে হয়রানি হয়েছি

ঘ) দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে গেল

০৩. 'ছি! ছি! তুমি এত খারাপ? এখানে ছি! ছি! কী অর্থ প্রকাশ করে?

ক) অনুভূতি ভাব

খ) পৌণঃপুনিকতা

গ) ভাবের গভীরতা

ঘ) বিরক্তি প্রকাশ

০৪. শব্দদ্বয়ের উদাহরণ-

ক) তাড়াতাড়ি

খ) অলি-গলি

গ) ভালো-মন্দ

ঘ) সবগুলোই

০৫. নীচের কোনটি ধন্যাত্মক শব্দ?

- ক) পথে পথে খ) ছাইভস্ম
গ) মারামারি ঘ) ছটফট

০৬. ছি! ছি! তুমি এত খারাপ- এখানে ছি! ছি! কি অর্থ প্রকাশ করে?

- ক) তীব্রতা খ) ভাবের গভীরতা
গ) অনুভূতি ভাব ঘ) পৌনঃপুনিকতা

০৭. 'কি বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না' এই বাক্যে 'কি' অব্যয়ের ভাব-

- ক) বিরক্তি খ) রাগ
গ) হতাশা ঘ) দুঃখ

০৮. ধন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি কোনটি?

- ক) ধীরে সুস্থে খ) রেগে মেগে
গ) জাঁক জমক ঘ) বাম্ বাম্

০৯. ধনিজ্ঞাপক দ্বিরুক্তি শব্দ?

- ক) দরদর খ) মরমর
গ) কড়কড় ঘ) নড়বড়

১০. ধন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি কোনটি?

- ক) ধীরে সুস্থে খ) রেগে মেগে
গ) জাঁকজমক ঘ) বাম্ বাম্

১১. শূন্যতায় ভাবজ্ঞাপক ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি-

- ক) ঠা ঠা খ) কা কা
গ) শাঁ শাঁ ঘ) খাঁ খাঁ

১২. নিচের কোনটিতে ধনিব্যঞ্জনা দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) ভয়ে গা ছম ছম করছে খ) পিলসুজে বাতি জলে মিটির মিটির
গ) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর ঘ) শূন্য হৃদয় হু হু করে ওঠে

১৩. 'কলকলিয়ে উঠল সেখায় নারীর প্রতিবাদ' -এখানে ধন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দটি-

- ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) ক্রিয়া ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

১৪. 'সে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে'। - এই বাক্যের মাঝে মাঝে দ্বিরুক্ত কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) ক্রিয়া বিশেষণ খ) বিশেষণ
গ) বিশেষণীয় বিশেষণ ঘ) বিশেষ্য

১৫. 'ফোঁটা ফোঁটা' কোন্ পদের দ্বৈতরূপ?

- ক) অব্যয় খ) বিশেষণ

- গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষ্য

১৬. ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ-

- ক) বউ বউ খ) জ্বর জ্বর
গ) বিম বিম ঘ) টিম টিম

১৭. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দের উদাহরণ?

- ক) ফিবছর খ) বছর বছর
গ) প্রতিবছর ঘ) বছরান্তে

১৮. দ্রুততা জ্ঞাপক দ্বিরুক্তি শব্দ-

- ক) করকর খ) তরতর
গ) মরমর ঘ) সরসর

১৯. 'জ্বর জ্বর' বলতে বোঝায়-

- ক) জ্বরের ভাব খ) খুব জ্বর
গ) কম জ্বর ঘ) জ্বর

২০. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর' কি অর্থে দ্বিরুক্তি?

- ক) ধারাবাহিকতা খ) ধনির ব্যঞ্জনা
গ) বিশেষণ ঘ) অনুভূতি

২১. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে।' -বাক্যটির দ্বিরুক্তি কী দিয়ে গঠিত?

- ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য
গ) সংখ্যাবাচক ঘ) বহুবচন

২২. 'জ্বর-জ্বর ভাব' শব্দদ্বৈত কী অর্থের প্রকাশক?

- ক) ঈষড়্ভাব অর্থের খ) ব্যতিহার অর্থের
গ) অনুকার ধনি প্রকাশার্থের ঘ) পুনরাবৃত্তি অর্থের

২৩. অনুকার দ্বিরুক্তি শব্দ কোনটি?

- ক) বাম বাম খ) যায় যায়
গ) দিন দিন ঘ) বকা বকা

উত্তরমালা: দ্বিরুক্ত শব্দ

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	ঘ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ
২১	খ	২২	ক	২৩	ক				